আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : (২৯ জানুয়ারি,২০১৯) বুলেটিন নং ১১৫	২৯ জানুয়ারি হতে ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ২৫ জানুয়ারি হতে ২৮ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২৫ জানুয়ারি	২৬ জানুয়ারি	২৭ জানুয়ারি	২৮ জানুয়ারি	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৩.২	২৩.৭	২৪.৩	২৩.৫	২৩.২-২৪.৩
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১২.৬	১২.৬	১২.৩	১২.৩	১২.৩-১২.৬
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪০.০-৯৬.০	৩৭.০-৯৬.০	৩৪.০-৯৮.০	৩৭.০-৯৭.০	৩৪-৯৮
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৫.৬	৩.৭	০.০	১.৯	০.০-৫.৫৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	০	০	০	০	০-০
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(২৯ জানুয়ারি হতে ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.৯-২৮.১
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১১.৯-১৪.৮
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৩৬.০-৭৫.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.১-৩.৮
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

সাধারণ পরামর্শ:

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর তথ্য অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘন্টায় জেলার কিছু স্থানে হালকা অথবা গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারী ধরণের কুয়াশা পড়তে পারে। রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘন্টার শেষের দিকে আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে। গত চারদিন জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করেছে এবং মধ্য মেয়াদী পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচদিন জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজমান থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

সবজি:

- ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন,লাউ এবং মটর জাতীয় সবজির অধিক ফলনের জন্য বেশী যত্ন নিতে হবে।
- প্রয়োজনে সেচ প্রদান করুন।
- বহুবর্ষজীবী সবজির ক্ষেত্রে অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- টমোটেতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- টমেটোর হলুদাভ বাদামী দাগ রোগ দেখা দিলে ২.৫-৩ গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফুলকপি এবং বাধাঁকপির আগাছা তুলে ফেলুন।
- টমেটো,বেগুন এবং মরিচে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ সনাক্ত করতে মনিটরিং বাড়াতে হবে। পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে,অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

বোরো ধান:

- প্রয়োজনে সেচ সুবিধাসহ বোরো ধানের বীজতলা তৈরি অব্যাহত রাখুন।
- চারা রোপনের জন্য মূলজমি প্রস্তুত শুরু করুন।
- বোরো ধানের চারাগাছে সকালে জমে থাকা শিশির অপসারণ করতে হবে।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।
- ইউরিয়া প্রয়োগের পরও গাছ হলুদ থাকলে ৪০০গ্রাম জিপসাম প্রতি শতকে প্রয়োগ করুন।
- অঙ্কুরোদগম ভালোভাবে হওয়ার জন্য বীজতলায় ছাই ছিটিয়ে দিন।
- এসময় তাপমাত্রা হঠাৎ কমে যেতে পারে তাই বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনতে বীজতলা দিনের বেলা পলিথিনের শীট দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিকেলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। এছাড়া রাতের বেলা সেচ দিয়ে খুব ভোরে পানি সরিয়ে ফেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।
- বীজতলায় ২-৩ সে.মি. পানির স্তর বজায় রাখুন।
- চারা রোপনের জন্য মুলজমি ভালোভাবে প্রস্তুত করুন।
- ১৩কেজি ইউরিয়া (১/৩ মোট ইউরিয়ার), ১৩কেজি টিএসপি,২০কেজি এমওপি, ১৫কেজি জিপসাম এবং ১৫কেজি জিঙ্ক প্রতি বিঘা জমিতে শেষ চাষের পর প্রয়োগ করুন ।

বীজতলা থেকে চারা রোপণ-

- ২-৩বার চাষ দিয়ে ভালোভাবে মূল জমি প্রস্তুত করুন।
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপন করুন।
- চারা রোপনের পর জমিতে ১-২ সেমি পানির স্তর বজায় রাখুন।

আলু:

- প্রয়োজনে হালকা সেচ প্রদান করুন। আলুর জমিতে তিনবার সেচ প্রদান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কন্দ লাগানোর ৬০দিন পর দ্বিতীয় এবং ৮০ দিন পর তৃতীয় সেচ প্রদান করতে হবে।
- নাবীধ্বসা রোগসহ অন্যান্য রোগ সনাক্ত করতে নিয়মিত মাঠ পরির্দশন করুন। রোগ দমনে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- কচুরিপানা, খড় প্রভৃতি দিয়ে জমিতে মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমণ হলে বিঘা প্রতি ৫কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।

চীনা বাদাম:

- হালকা সেচ প্রদান করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে বিভিন্ন রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- লিফ মাইনর, শোষক পোকা, টিক্কা রোগ দেখা দিতে পারে।
  লিফ মাইনর- নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ক্লোরোপাইরিফস @ ২.৫ মিলি অথবা কুইনালফস @ ২মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। শোষক পোকা- নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে মনোক্রোটোফস @ ১.৬ মিলি অথবা ইমিডাক্লোরোপিড @ ০.৩ মিলি অথবা ডাইমেথয়েট @২মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। টিক্কা রোগের জন্য প্রতি একরে ম্যানকোজেব @ ৪০০গ্রাম+ কার্বেন্ডাজিম @ ২০০গ্রাম অথবা হেক্সাকোনাজল @ ৪০০গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।

উদ্যান ফসল:

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্ত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে প্রয়োজনে হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- ফল গাছে অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- ৩-৪ মাস বয়সী কলাগাছে সিউডোষ্টিম উইফিল এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে ক্লোরোপাইরিফস ২মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে আশেপাশের গাছ সহ আক্রান্ত গাছে বোর্দোমিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- নারিকেল গাছে ১৫দিন পর পর সেচ প্রয়োগ করুন।
- আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- রাতের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করেছে, গবাদিপশু বিশেষ করে বাছুর এবং দুগ্ধবতী গাভীকে নিউমোনিয়া থেকে রক্ষা করতে সকালে ও সন্ধ্যায় চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখুন।
- গবাদী পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদী পশুকে নিয়মিত টীকা দিন। ।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদী পশুকে কৃমিনাশক দিন।
- গবাদিপশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার দিন।

হাঁসমুরগী:

- এক সপ্তাহের মুরগীর বাচ্চাকে রানীক্ষেত এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরা রোগ থেকে বাঁচাতে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সহায়তায় টীকা দিন।
- মুরগীর ঘর সপ্তাহে অন্তত: ২ বার পরিষ্কার করুন।
- খোয়াড়ের চারদিকে চটের বস্তা অথবা পলিথিনের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১/২ ঘন্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রোগবালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

- শীতকালে যেসব ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ হয় তা থেকে মাছকে রক্ষা করুন। রোগ থেকে রক্ষা পেতে পটাশ@৪-৫ মি.গ্রা/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করুন।
- এসময় মাছে নানবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে, সমস্যা জটিল হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।
- পুকুরের চারপাশের ঝোপঝাড়সহ সম্পূর্ন পুকুর পরিষ্কার করুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন।
- দুপুর ২-৩ টার মধ্যে পুকুরে মাছের খাবার দিন।